গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
হাসপাতাল ও ক্লিনিক সমূহ
মহাখালী, ঢাকা।

স্মারক নং-স্বাঃঅধি:/হাস:/বিজ্ঞপ্তি/ডেঙ্গু/২০১৯/৬০০০ তারিখ: ২৮-০৭-২০১৯ খ্রি.

জরুরী বিজ্ঞপ্তি

বিষয়: বেসরকারী স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান সমূহের জন্য ডেঙ্গু ব্যবস্থাপনা বিষয়ক নির্দেশনা

বর্তমানে ডেঙ্গু ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সাম্প্রতিক কিছু চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য ঢাকা শহরের বেসরকারী স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানের মালিক পক্ষ এর সংগে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এর আলোচনার প্রেক্ষিতে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত সমূহ গৃহিত হয়। সামগ্রিক বিষয় সমূহ বিবেচনায় রেখে উভয় পক্ষ একটি সফল আলোচনায় অংশগ্রহণ পূর্বক সম্মিলিত ভাবে ডেঙ্গুর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার সিদ্ধান্তে উপনিত হয়।

সিদ্ধান্ত সমূহ:

(ক) সকল স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানে ডেঙ্গু রোগ ব্যবস্থাপনার জন্য একটি হেল্প ডেস্ক খুলতে হবে।

(খ) ডেঙ্গু ব্যবস্থাপনার জন্য "National Guideline for Clinical Management of Dengue Syndrom" কঠোর ভাবে অনুসরন করতে হবে। গাইড লাইনটি www.dghs.gov.bd লিংকে এ পাওয়া যাবে।

(গ) ডেঙ্গু রোগীর রোগ নির্ণয়ে নিম্নবর্ণিত টেস্ট এর জন্য সকল বেসরকারী স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান একই User fee গ্রহণ করবে যা আজ হতে (২৮.০৭.২০১৯) কার্যকরী হবে।

- NS1 Antigen = ৫০০/- (সর্বোচ্চ)
- IgG & IgM (together) = ৫০০/- (সর্বোচ্চ)
- CBC = ৪০০/- (সর্বোচ্চ)

(ঘ) সকল স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানে ডেঙ্গু রোগীর ব্যবস্থাপনার জন্য অতিরিক্ত বেড বাড়াতে হবে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর স্বাস্থ্য সেবায় সকল সরকারী স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বেসরকারী স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানের কার্যকরী ভূমিকা রাখার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছে।

২৮/৭/১৯

(ডা: মো: আমিনুল হাসান)
পরিচালক, হাসপাতাল ও ক্লিনিক সমূহ
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা
Email: directorhospital@ld.dghs.gov.bd
ফোন: ০২-৫৫০৬৭১৫০ ফ্যাক্স নং-৫৫০৬৭১৫১

বিতরণ:

চেয়ারম্যান/ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ----------

স্মারক নং-স্বাঃঅধি:/হাস:/বিজ্ঞপ্তি/ডেঙ্গু/২০১৯/৬০০০ তারিখ: ২৮-০৭-২০১৯ খ্রি.

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরিত হইল (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নহে):

১। সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (দৃ:আ: সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব)।
২। অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা। দৃ:আ:-সহকারী পরিচালক (সমন্বয়)
৪। পরিচালক, রোগ নিয়ন্ত্রণ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৫। পরিচালক, আইইডিসিআর, মহাখালী, ঢাকা।
৬। পরিচালক (এমআইএস), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (বিষয়টি ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

(ডা: মো: আমিনুল হাসান)
পরিচালক, হাসপাতাল ও ক্লিনিক সমূহ
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন

www.dncc.gov.bd

উন্নয়নের গণতন্ত্র
শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র

এডিস মশা থেকে নিরাপদ থাকুন, ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া প্রতিরোধ করুন

ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া একটি ভাইরাসজনিত জ্বর, যার বাহক এডিস মশা। এডিস মশা বাসাবাড়ির ভিতরে এবং বাহিরে যত্রতত্র পড়ে থাকা বিভিন্ন পাত্র ও অন্যান্য স্থানে জমে থাকা পরিষ্কার পানিতে ডিম পাড়ে। এডিস মশা নিধনে নগরবাসীদের সচেতনভাবে মশকনিধন কর্মীদের সহযোগিতা এবং অংশগ্রহণ করা প্রয়োজন। এডিস মশা নিয়ন্ত্রণে নিচের বিষয়গুলোর দিকে খেয়াল রাখুন।

চৌবাচ্চা/পানির ট্যাংক

পড়ে থাকা অপ্রয়োজনীয় পাত্র, পরিত্যক্ত কন্টেইনার

কাঁচ/প্লাস্টিকের বোতল/ক্যান/ডাবের খোসা

অব্যবহৃত গাড়ির টায়ার

ফুলের টব

রেফ্রিজারেটর ও এয়ারকুলারে জমে থাকা পানি

বেইজমেন্টের পানির ট্যাংক, নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত চৌবাচ্চা, ওয়াসার পানির মিটার, অব্যবহৃত বালতি, ড্রাম, পানি রাখার মটকা, ফুলের টব ইত্যাদি স্থানে একনাগাড়ে ৩ দিনের বেশী পানি জমতে দিবেন না।

বাড়ির ছাদে, উঠানে এবং দুই দালানের মাঝে স্যাঁতস্যাঁতে করে রাখবেন না কিংবা পানি জমতে দিবেন না।

বাড়ির আশপাশের ঝোঁপঝাড় এবং আঙ্গিনা পরিষ্কার রাখুন।

ঘুমানোর সময় মশারি ব্যবহার করুন।

ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া নিয়ে আতঙ্ক নয়, মশার উৎপত্তিস্থল ধ্বংস করুন, মশার কামড় থেকে নিজেকে রক্ষা করুন। ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া মুক্ত থাকুন।

মেয়র
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন

ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া প্রতিরোধে

স্বাস্থ্য বার্তা

ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া ভাইরাসজনিত জ্বর যা এডিস মশার মাধ্যমে ছড়ায়। সাধারণ চিকিৎসাতেই ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া সেরে যায়, তবে হেমোরেজিক ডেঙ্গু জ্বর মারাত্মক হতে পারে। এডিস মশার বংশ বৃদ্ধি রোধের মাধ্যমে ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া রোগ প্রতিরোধ করা যায়।

বর্ষার সময় এ রোগের প্রকোপ বাড়তে পারে।
তাই এ সময় অধিক সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া প্রতিরোধে করণীয় ঃ

- আপনার ঘরে এবং আশেপাশে যে কোন পাত্রে বা জায়গায় জমে থাকা পানি তিন দিন পরপর ফেলে দিলে এডিস মশার লার্ভা মরে যাবে।
- ব্যবহৃত পাত্রের গায়ে লেগে থাকা মশার ডিম অপসারণে পাত্রটি ঘষে ঘষে পরিস্কার করতে হবে।
- ফুলের টব, প্লাস্টিকের পাত্র, পরিত্যক্ত টায়ার, প্লাস্টিকের ড্রাম, মাটির পাত্র, বালতি, টিনের কৌটা, ডাবের খোসা/নারিকেলের মালা, কন্টেইনার, মটকা, ব্যাটারী শেল ইত্যাদিতে এডিস মশা ডিম পাড়ে।
- অব্যবহৃত পানির পাত্র ধ্বংস অথবা উল্টে রাখতে হবে যাতে পানি না জমে।
- দিনে অথবা রাতে ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারী ব্যবহার করতে হবে।

সেবা নিন, সুস্থ থাকুন
ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া হলে ঃ
নিকটস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যোগাযোগ করুন

স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

ডেঙ্গু প্রতিরোধ

রোগ পরিচিতি ঃ

ডেঙ্গু কীটপতঙ্গ বাহিত একটি সংক্রামক রোগ। আমাদের দেশে বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবে এ রোগের প্রভাব দেখা যায়। যে কোন বয়সের মানুষ এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এডিস জাতীয় মশার কামড়েই ডেঙ্গু জ্বর হয়। প্রাথমিকভাবে শনাক্ত হলে এ রোগ সহজেই নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং চিকিৎসায় সেরে যায়। কিন্তু মারাত্মক হেমোরেজিক হলে এবং যথাযথ চিকিৎসা না হলে রোগীর মৃত্যু হতে পারে।

এডিস মশা চেনার উপায় ঃ

এডিস মশা দেখতে অনেকটা কিউলেক্স মশার মত তবে গায়ে ডোরা কাটা দাগ আছে। এ মশা স্বচ্ছ পানিতে থাকতে ভালোবাসে। ফুলের টব, ভাঙ্গা হাড়ি-পাতিল, কলস, গাড়ীর পরিত্যাক্ত টায়ার, কৌটা, নারিকেল বা ডাবের খোসা ইত্যাদি যেখানে স্বচ্ছ পানি থাকে সেখানে এডিস মশা বংশ বৃদ্ধি করে। এডিস মশা আলো-আধাঁরিতে (সকাল-সন্ধ্যা) কামড়ায়।

ডেঙ্গু জ্বরের লক্ষণ ঃ

- শরীরে তাপমাত্রা হঠাৎ করে ১০৪ থেকে ১০৫ ডিগ্রী বৃদ্ধি পায়
- মাথা ব্যথা, মাংসপেশী, চোখের পেছনে, পেটে ব্যথা এবং হাড়ে বিশেষ করে মেরুদন্ডে ব্যথা
- অরুচি, বমি বমি ভাব ও বমি করা
- চামড়ার নিচে রক্তক্ষরণ, চোখে রক্তক্ষরণ, চোখে রক্ত জমাট বাধা
- লালচে/কালো রঙের পায়খানা, দাঁতের মাড়ি, নাক,মুখ ও পায়খানার রাস্তা দিয়ে রক্তপাত
- রক্তচাপ হ্রাস, নাড়ীর গতি দ্রুত হওয়া, ছটফট করা, শরীর ঠান্ডা হয়ে যাওয়া, শ্বাসকষ্ট বা অজ্ঞান হয়ে পড়া
- শরীরে হামের মত দানা দেখা দিতে পারে
- মারাত্মক (হেমোরেজিক) ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে শরীরের অভ্যন্তরিত বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হতে রক্তক্ষরণ এবং পেটে ও ফুসফুসে পানি জমতে পারে

ডেঙ্গু জ্বর হলে কি করবেন ঃ

- ডেঙ্গু জ্বর হলে দেরি না করে নিকটস্থ স্বাস্থ্যকর্মীকে খবর দিবেন বা ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করবেন
- জ্বর যাতে না বাড়ে সেজন্য প্যারাসিটামল জাতীয় ঔষধ ডাক্তারের পরামর্শক্রমে খেতে পারেন।
- রোগীর মাথায় পানি দিন বা ভিজা কাপড় দিয়ে তা মুছে দিন
- রোগীকে প্রচুর পরিমাণে তরল ও স্বাভাবিক খাবার খেতে দিন
- রোগ বৃদ্ধি পেলে রোগীকে নিকটস্থ হাসপাতালে নিন

ডেঙ্গু প্রতিরোধের উপায় ঃ

- ফুলের টব, প্লাস্টিকের পাত্র, ভাঙ্গা হাড়ি-পাতিল, টিনের কৌটা, গাড়ীর পরিত্যাক্ত টায়ার, ভাঙ্গা কলস, ড্রাম, নারিকেল ও ডাবের খোসা, ফাস্টফুডের কন্টেইনার, এয়ারকন্ডিশনার ও রেফ্রিজারেটরের তলায় পানি জমতে দেবেন না
- যে সব স্থানে মশা জন্মায়-সেইসব স্থানে পানি জমতে দিবেন না, বাড়ীর ভেতর, আশ-পাশ ও আঙ্গিনা পরিষ্কার রাখুন
- দিনে অথবা রাতে ঘুমানোর সময় মশারী ব্যবহার করুন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ যোগ্য

স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

THE INCREDIBLES

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়

- বর্ষায় (এপ্রিল-অক্টোবর) ডেঙ্গু জ্বরের প্রকোপ বাড়ে। এ সময় অধিক সতর্ক থাকুন।
- ডেঙ্গু জ্বরের বাহক এডিস মশা পরিষ্কার পানিতে বংশ বিস্তার করে।
- অফিস, ঘর ও আশপাশে পানি জমতে দিবেন না। যেকোনো পাত্রে জমিয়ে রাখা/জমে থাকা পানি ৩ দিনের মধ্যে পরিবর্তন করুন।
- এডিস মশা সাধারণত দিনের বেলা কামড়ায়। যথাসম্ভব লম্বা পোশাক পরুন। দিনে ঘুমানোর ক্ষেত্রেও মশারি ব্যবহার করুন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়

- তীব্র জ্বর, মাথা ব্যথা ও মাংসপেশিতে ব্যথা, শরীরে লালচে দানা ইত্যাদি ডেঙ্গু রোগের লক্ষণ হলেও সাম্প্রতিক কালে এর ব্যতিক্রম পাওয়া যাচ্ছে।
- জ্বরে প্যারাসিটামল ব্যতীত অন্য ব্যথানাশক ওষুধ খাওয়া থেকে বিরত থাকুন। রোগীকে বেশি বেশি তরল খাবার খাওয়ান।
- জ্বর হলে নিকটস্থ হাসপাতালে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করুন ও ডেঙ্গু জ্বরের পরীক্ষা করুন।
- জ্বর ভালো হওয়ার পরও ডেঙ্গুজনিত মারাত্মক জটিলতা দেখা দিতে পারে। তাই সতর্ক থাকুন ও হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রহণ করুন।

রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখা, সিডিসি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।